করোনা মোকাবেলায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের কৃতিত্ব

প্রতিদিনিই রেকর্ড ছাড়াচ্ছে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা দেশে। করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছে পুলিশ। এ পর্যন্ত ৭ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে মৃত্যু বরণ করেণ। সেই সাথে ১৭৫৬ জন পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। যাদের বেশির ভাগই কনস্টেবল।

গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরে করোনা আতঙ্ক শুরু হয় এবং অঘোষিত লক ডাউন করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও ১০ মে থেকে সীমিত আকারে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। করোনা ক্রান্তিকালের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

কখনো মাইক হাতে লোকজনকে সচেতন করা, কখনো লিফলেট হাতে , কখনো লাঠি হাতে, আবার কখনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণে। প্রায় সব খানেই পুলিশের উপস্থিতি ব্যাপক। করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি মাঠে থাকছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। তবে এখনো পর্যন্ত মেহেরপুরে দায়িত্বরত কোন পুলিশ সদস্যের করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে ৭জন। এদেও মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যরা প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। করোনা মোকাবেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ সুপার নিজেই। আজ বুধবার মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও প্রধান সড়কে জন সচেতনাই লিফলেট বিতরণ করেণ তিনি।

এছাড়াও করেনা মোকাবেলাই বেশ কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে জেলা গোয়েন্দা বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগ। চলাচলে নিয়ন্ত্রন ও জনসগাম

রোধে ব্যাপক প্রশংসীত।

বুধবার লিফলেট বিতরণ কালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আমরা প্রতিরোধের জন্য কাজ করছি। সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত ও জনগনকে ঘরে ফেরাতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দোকানপাট গুলো ও শপিংমল গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। এছাড়াও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলামান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামে ইজিবাইকের ধাক্কায় জাকারিয়া নামের এক শিশু নিহত হয়েছে।
বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু ঐ গ্রামের জিয়ারুলের ছেলে জাকারিয়া (৮)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় শিশু জাকারিয়া রাস্তা পার হচ্ছিল এমন সময় মেহেরপুর থেকে উজুলপুর গামী একটি ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষনা করেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালুন নিজে বাঁচুন, দেশকে বাঁচান। এই শুলোগানকে সামনে রেখে বাজার মনিটরিং করা হয়।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় আজিম মেডিকেল হলের সামনে থেকে শুরু করে মেহেরপুর পৌরসভা পর্যন্ত প্রতিটা র্মাকেট ঘুরে ঘুরে দোকানদারদের সহ ক্রেতাদের সতর্ক করা হয়, এবং যাদের মুখে মাক্স ছিলোনা তাদের মাঝে মাক্স বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বড় বাজার কমিটির সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন ও জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, এবং যুবলীগের নেতা কর্মী বিন্দু আমিনুল ইসলাম খোকন বলেন স্বাস্থ বিধি মেনে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিক্রয় কাজ যেনো সম্পন্ন করে সেই দিকে নজর দিচ্ছি আমরা। এসব নির্দেশনা অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

গাংনীতে একজনের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের ভুয়া পদবী ব্যবহারের অভিযোগ

গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক পদবী ব্যবহার করে ইউএনও অফিসে একটি আবেদন করেছেন জনৈক আকরামুল হক। ভ’য়া পদবী ব্যবহার করে তিনি ফায়দা লুটতে চেয়েছেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করে সাংবাদিকদের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ। গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু’র স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি গতকাল মঙ্গলবার

দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের কাছে তা প্রদান করেন।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলায় খাদ্য গুদামে গম ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদবী ব্যবহার করে জনৈক আকরামুল হক ওরফে এনামুল গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত আবেদন করেন। বিষয়টি পৌর আওয়ামীগের নজরে আসে। এখানে নাম ও পদবী জালিয়াতি করা হয়েছে বলে দাবী করেছেন পৌর আওয়ামীলীগ। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগসহ দলীয় কোন কমিটিতে আকরামুল হক ওরফে এনামুলের নামের অস্তিত্ব নেই । উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করছেন জাকির হোসেন বাচ্চু ও মতিয়ার রহমান মাস্টার। উপজেলায় গম ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগটি মিথ্যা পরিচয়ে দাখিল করে দলীয় ভাবমুর্তি ক্ষুণ্য করা হয়েছে। এই মিথ্যা পরিচয়দান করীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রক্রিয়া চলছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া আকরামুল ওরফে এনামুল দির্ঘদিন ধরে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের নাম ও পদবী জালিয়াতি করে বিভিন্ন অফিসে দালালী, হুমকি ধামকি দিয়ে অর্থ বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজির অভিযোগ উত্থাপন করে পৌর আওয়ামীলীগ।

আকরামুল হক ওরফে এনামুল হক জানায়, আমি ভুল করেআবেদন পত্রে পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক লিখেছি। প্রকৃত পক্ষে গাংনী আওয়ামীলীগের ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামীগের পদে রয়েছি।

এদিকে ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইউনুছ আলী জানায় আকরামুল হক নামের কেউ আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের কমিটিতে নেই। এব্যাপারে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আওয়ামীলীগের পদ পদবী হাটবাজরে ক্রয় করা যায়না। সে আমাদের আওয়ামীলীগের দলীয় কোন পদ-পদবীতে নেই। দলীয় পরিচয়ে কেউ অপকর্ম করলে তার বিরুদ্ধে আহনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। মেরেহপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন,আকরামুল হক দলীয় ভুয়া পরিচয়ে নিজেকে জাহির করছেন। আকরামুল হক আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের কোন পদে নেই।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে অসহায়, কর্মহীন, মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মহীনদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরন করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা, যাদুপ পুর, রাজাপুর চাঁদ বিল , কোলার মোড় , আমঝুপি, উত্তর শালিকা, সেমপুর, ঝাউ বেড়িয়া, শুবরাজ পুর, ৫৫০ টি পরিবারের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী কে হুইলচেয়ার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে পৌর ৪ নং ওয়ার্ড মাঠপাড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রতিবন্ধী মেয়েকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন মানবেতর জীবনযাপন করার পর অবশেষে মেয়রের আশীর্বাদে চলাচলের মাধ্যম হিসেবে হুইলচেয়ার পেয়ে অনেক খুশি তার পরিবার।

পরে শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রদান করেন ময়র রিটন৷

মঙ্গলবার বিকেলে অন্যান্যদিনের মত ধারাবাহিকভাবে প্রায় ৩শ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ৮হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য পৌছেছে।

এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন, প্যানেল মেয়র রিটন, ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রাজীব প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্দ্যেগে রাস্তা মেরামত

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে গ্রামের বিত্তশালী মানুষের কাছে থেকে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা সুরক্ষা ব্যবস্থাই চলছে ঈদ কেনাকাটা

দেশে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা যখন রেকর্ড ছাড়াচ্ছে ঠিক তখনই খুলে দেওয়া হলো দোকান-পাট শপিংমল। দির্ঘ দেড়মাস বন্ধ রাখার পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিমিত আকারে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দোকান-পাট, শপিংমল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। কিন্তু নিতান্তই অনিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থা ও ঢিলেঢালা প্রশাসনিক তদারকিতে চলছে বেচাকেনা।

ইতি মধ্যে মেহেরপুরের সব কয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। গুটি কয়েক দোকান মালিক নাম মাত্র সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখলেও অধিকাংশ দোকান-পাট ও শপিংমলে স্বাথ্যবিধি মেনে চলার কোন বালাই নেই। বিকাল ৪ টার পর জেলা পুলিশের একটি দল দোকান-পাট বন্ধের অভিযান চালালেও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোন প্রশাসনিক কর্মকান্ড দেখা যায়নি।

কসমেটিক, পোশাক, পাদুকা, মোবাইল ইত্যাদি দোকান ও শপিংমলে ক্রেতারা বেশি ভিড় জমাচ্ছে। আসন্ন ঈদ-উল ফিতর কে সামনে রেখে অনেক জীবনের ঝুকি নিয়েই ক্রেতারা ছুটছে বিপনীবিতান গুলোতে।

মেহেপুর শহরের কোর্টমোড় থেকে শুরু করে কাথুরী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান-পাট ও শপিংমল ঘরে দেখা যায় একই চিত্র। কোন কোন পোশাকের দোকানে বিক্রেতাদেরও স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু ও হোটেল বাজার ব্যবসা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন বলেন, আমরা সরকারি নির্দেশনা মত ব্যবসায়ীক কর্যক্রম চালিয়ে যচ্ছি। কিন্তু দির্ঘ সময় বন্ধ থাকার কারনে ক্রেতাদের ভিড় বেশি হচ্ছে।

সেক্ষেত্রে সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, প্রতিটি মর্কেটেই ক্রেতাদের প্রচুর ভিড়। আমরা হ্যান্ড মাইক দিয়ে প্রত্যেককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনা কাটার পরামর্শ দিচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মার্কেট গুলোকে বন্ধ করার বিষয়েও তদারতি করছি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, আমরা মেহেরপুর সদরের ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মিটিং করেছি। সরকারি নির্দেশনা মতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে গৃহবধুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর ফতাইপুরে চলন্ত ইজি বাইকের ধাক্কায় ফিরোজা খাতুন নামের এক গ্রহবধু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ওই গৃহবধু আহত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। বিকেল ৫ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। গৃহবধু ফিরোজা গাংনী উপজেলার ফতাইপুর গ্রামের লাল্টুর স্ত্রী।

এদিকে চিকিৎসকের অবহেলার চিকিৎসকের অবহেলায় তার মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন ফিরোজার পরিবার।
ফিরোজার পরিবার লোকজন জানায়, সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি ছোট্ট শিশু রাস্তার মাঝ খানে চলে আসে। এসময় শিশুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার সময় বামুন্দি থেকে গাংনী গামী একটি ইজি বাইক তাকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে জ্ঞাণশুন্য হয়ে পড়ে ফিরোজা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত তার জ্ঞাণ ফিরে না আসলে তাকে কুষ্ঠিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এসময় কুষ্ঠিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার প্রস্তুতিকালে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে ফিরোজার পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন, ফিরোজা আহত হবার পর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তেমন কোন ব্যাবস্থা না করায় তার মৃত্যু হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. বিডি দাস জানান,কোন চিকিৎসায় অবহেলা করা হয়নি। এখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেবার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে কুষ্ঠিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয়। তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে তার মৃত্যু হয়।

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষদের টার্গেট করে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও তার তৈরি স্বঘোষিত গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আজগরের গ্যাং সদস্য হিসেবে কাজ করছে এলাকার বেশ কিছু বখাটে যুবক। এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারকে টার্গেট করে বিভিন্ন ফাঁদে ফেলে সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া এই গ্রুপের কাজ।

স্থানীয়দের মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কিছু ভুক্তভোগী ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন কায়দায় ফাঁদে ফেলে আমাদের নামে সালিশ বসিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বাদি বিবাদি কেউই সেই টাকার কোন অংশ পাইনি। পুরোটাই আজগর ও তার গ্রুপের সদস্যরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

ভাটপাড়া গ্রামের নরুল ইসলাম এর নাতী ছেলে রাজিবুল ইসলামকে বিদেশ পাঠানোর নামে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আজগর। সেই টাকা দেওয়ার স্বাক্ষর করা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পটি নুরুল ইসলামের কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নেন আলী আজগর। পরে এ নিয়ে গাংনী থানায়

একটি মামলাও হয়। সেই টাকা এখনো ফিরে না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

কসবা গ্রামের সেলুন দোকানদার শ্রী লালচাঁদ দাসকে গ্রাম পুলিশের চাকরি দেওয়ার নামে তার কাছে থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। পরে চাকরি না দিতে পারলে টাকা ফেরত চাইলে উল্টো তাকেই মামলার ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখে।

রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এলাকার বেশ কিছু নিরীহ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করারও অভিযোগ উঠেছে আজগারের বিরুদ্ধে। সেই মামলা থেকে রেহাই পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আজগর গ্রুপ।

ভাটপাড়া গ্রামের জাকারিয়া বলেন, আমার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মিথ্যা নাশকতা মামলায় হয় আজগরের ইশারায়। সেই মামলায় পুলিশ দিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করা হয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছু টাকা আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে আজগর।

ভাটপাড়ার জামিরুল, সুলতান ও তানছের আলীর সাথে আজগর চাঁদাদাবি করে। সেই চাঁদার টাকা দিতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার মিথ্যা মামলা দেয় আজগর এ অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও ভুক্তভোগী অনেকেই আছেন যারা আজগর গ্রুপের সদস্যদের ভয়ে মুখ খোলে না। এলাকায় আধিপাত্য বিস্তার ও ত্রাসসৃষ্টির জন্য অস্ত্রধারী বাহিনীকে কাজে লাগায় আজগর।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, আজগরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইনা না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আর জান থাকবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসি। ক্ষমতার দাপটে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুশকিল।

এ বিষয়ে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি আজগরের অপকর্মের কথা শুনেছি। আমাদের কাছে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।